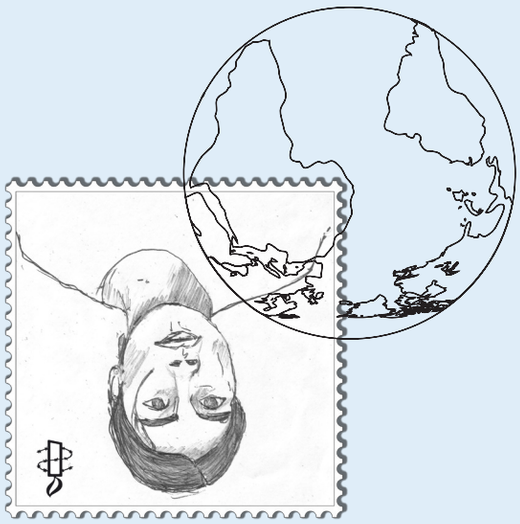

AMNESTY INTERNATIONAL

অধিকারের জন্য লিখুন ২০১০

সু সু নুওয়ে
মায়ানমার

এখনই পদক্ষেপ নিন

বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আপনিও প্রতিদিন মানবাধিকার লংঘনের হুমকির শিকার হওয়া মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের পাশে দাড়ান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর আহ্বান জানিয়ে লিখুন:

- সু সু নুওয়ে-কে অনতিবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিন।
- কারাগারে থাকাকালীন সময়ে সু সু নুওয়েকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দ্রুত দেয়ার ব্যবস্থা করুন।
- মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত সু সু নুওয়ে-কে ইয়াঙ্গুনে বসবাসরত তার পরিবারের নিকটবর্তী কারাগারে রাখুন।
- তাকে তার পছন্দমতো আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করার সুযোগ দিন।
- সু সু নুওয়ে যাতে নির্যাতনের কিংবা অন্যান্য দুর্ব্যবহারের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করুন।

লেখা নিচের ঠিকানায় পাঠান:

Nyan Win
Ministry of Foreign Affairs
Bldg. (19)
Naypyitaw
Myanmar

সম্বোধন: Dear Minister

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

www.amnesty.org
/individuals-at-risk
October 2010
Index: ASA 16/013/2010
Bengali

AMNESTY INTERNATIONAL

সু সু নুওয়ের জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

ছবি: © www.dvb.no

সু সু নুওয়ে, ৩৮ বছর বয়সী শ্রমিক আন্দোলনকর্মী, পরিবার থেকে অনেকদূরে অবস্থিত একটি কারাগারে বর্তমানে সাড়ে আট বছরের সাজা খাটছেন। বার্মার নির্বাসিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত গণমাধ্যমে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সু সু নুওয়ে ২০১০ সালে ম্যালেরিয়া ও গেঁটেবাত রোগে ভুগেছেন। তাছাড়া, তার জন্মগত হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ সমস্যা বেড়েছে। কিন্তু কারাগারে তিনি কোন যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছেন না। বিরোধী-দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির সদস্য সু সু নুওয়ে-কে যে আইন দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছে, সেই আইনটি সরকার শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ভিন্নমতপোষণকারীদের শাস্তি দিতে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে থাকে।

মায়ানমারে ২০০৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সরকার বিরোধী গণপ্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছিল। সেসময়ে জ্বালানীর উচ্চ-মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আয়োজিত পথ-সমাবেশে সরকার সমর্থিত সামাজিক সংগঠন ইউনিয়ন সলিডারিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (উসডা) আক্রমণ চালিয়ে বিক্ষোভকারীদের পেটানো ও আটক করা শুরু করলে, সু সু নুওয়ে প্রায় তিন মাসের জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। ২০০৭ সালের মধ্য নভেম্বরের বিদ্রোহের ঘটনার পর জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধির ইয়াঙ্গুন সফরকালে তার হোটেলের বাইরে সরকার বিরোধী ব্যানার প্রদর্শন করায় সু সু নুওয়ে-কে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের এক বছর পর সু সু নুওয়ে-কে সাড়ে ১২ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়, যা পরবর্তীতে আপিল করার কারণে কমানো হয়েছিল। দণ্ডাদেশের পর তাকে প্রথমে ইয়াঙ্গুনের ইনসেইন কারাগার থেকে দেশের উত্তরে অবস্থিত কালে কারাগারে স্থানান্তর করা হয়, এবং ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে তাকে সাগাইং বিভাগের এইচকামতি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়, যেটি ইয়াঙ্গুনে বসবাসরত তার পরিবার থেকে ১৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত। মায়ানমারের কারাবন্দীরা খাবার ও ওষুধের জন্য পরিবারের উপর নির্ভর করে, এবং পরিবার এতো দূরে থাকার কারণে সু সু নুওয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের সরবরাহ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

সু সু নুওয়ে-কে মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য নির্জন কারাবাসে থাকতে হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করা, পর্যাপ্ত খাবার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পাওয়া থেকেও তাকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। ২০০৯ সালের ১৯ জুলাই কারাগারে ১৯৪৭ সালে গুপ্তহত্যার শিকার হওয়া বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা জেনারেল অং সান (এনএলডি নেতা ডও অং সান সুকি-র পিতা) ও অন্যান্য নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার পর সু সু নুওয়েকে তিনদিন নির্জন কারাবাসে থাকতে হয়েছিল।

3393_Nway_print2.indd 2 25/11/2010 17:17